যুগান্তর

তারিখ ... JUL 16 2006

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পটুয়াখালীর ৫৫টি কলেজে শিক্ষার্থীর জন্য হাহাকার

পটুয়াখালী প্রতিনিধি

পটুয়াখালীতে প্রচলিত নিয়মনীতি উপেক্ষা করে দেদারছে গড়ে উঠেছে বেসরকারি কলেজ। শিক্ষকরা ছুটছেন শিক্ষার্থীদের বাড়ি বাড়ি প্যাকেজ সুবিধার প্রস্তাব নিয়ে। পটুয়াখালী জেলার বেসরকারি ৫৫টি কলেজে শিক্ষার্থীর জন্য চলছে হাহাকার। কাঙ্ক্ষিত সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি নিশ্চিত করতে শিক্ষকরা ছুটছেন বাড়ি বাড়ি। ধরনা দিচ্ছেন অভিভাবকদের কাছে। ফ্রি ভর্তি, বইপত্র ছাড়াও বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ, মাসিক স্টাইপেন্ডসহ প্যাকেজ সুবিধার প্রস্তাব দেয়া হচ্ছে। জনসংখ্যা অনুপাতে প্রয়োজনের তুলনায় আড়াইগুণ বেশি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় জেলাব্যাপী এ শিক্ষার্থী সঙ্কট দেখা দিয়েছে।

চলতি বছরে এসএসসি পরীক্ষায় পটুয়াখালী জেলায় ৬ হাজার শিক্ষার্থী পাস করেছে। ফলাফল প্রকাশের পর থেকেই বেসরকারি কলেজ-মাদ্রাসার শিক্ষকদের দৌড়-ঝাঁপ শুরু হয়েছে। তারা ছুটছেন শিক্ষার্থীর বাড়ি বাড়ি। ধরনা দিচ্ছেন অভিভাকদের কাছে। পোষ্যকে ভর্তি করালে সারা বছরের বেতন তো লাগবেই না উপরন্তু বই পুস্তক দেয়া হবে ফ্রি। বাড়ি দূরে হলে লজিংয়ের ব্যবস্থা করা হবে। দরিদ্র মেধাবী (জিপিএ-৫ প্রাপ্ত) হলে মাসিক বৃত্তি দেয়া হবে। পরীক্ষার ফরম পূরণও করতে পরবে বিনা টাকায়। এসব প্যাকেজ প্রস্তাব নিয়ে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন। যে প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করেছে সেখানেও ভিড় করছেন তারা। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকের কাছে মার্কশিট বাবদ বিদ্যালয়ের ধার্যকৃত ফি ধরিয়ে দিয়ে বলছেন, একটু খেয়াল রাখবেন, প্রয়োজনে আরও দেব।

সদর উপজেলার লাউকাঠি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুল খালেক মিয়া জানালেন, ৪/৫টি স্থানীয় কলেজের শিক্ষকরা দু'একদিন পরপরই স্কুলে এসে বলছেন, প্লিজ ছাত্র আর অভিভাবকদের একটু ম্যানেজ করে দেন। একই উপজেলার আউলিয়াপুর আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুর রাজ্জাক, দক্ষিণ বাদুরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহজাহান তালুকদার অনুরূপ কথা জানালেন। আঃ সালাম খানের পাঙ্গাশিয়া এলাকার এক ছাত্রীর অভিভাবক জানালেন, পার্শ্ববর্তী দুটি কলেজ ও একটি আলিম মাদ্রাসার শিক্ষকরা একাধিকবার তার বাড়ি গিয়ে অনুরোধের সুরে বলেছেন, আপনার মেয়েটাকে আমাদের এখানে ভর্তি করান, সব খরচ আমাদের। গত ৪ জুলাই দুমকি উপজেলার একটি মহিলা কলেজে গিয়ে দেখা গেছে ১৫ জন শিক্ষকের মধ্যে মাত্র একজন কলেজে অবস্থান করছেন। বাকিরা কোথায় জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান, গ্রামে ছাত্রী কালেকশনে ব্যস্ত রয়েছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি কলেজের অধ্যক্ষ জানালেন,

কি করব বলুন? প্রতি শিক্ষাবর্ষে কমপক্ষে ২৫০ জন ছাত্র ভর্তির নিয়ম, তাই বাড়ি বাড়ি না গিয়ে উপায় কি? শিক্ষা অফিসের হিসাব অনুযায়ী, পটুয়াখালী জেলায় বেসরকারি কলেজ রয়েছে ৫৭টি। কলেজ পর্যায়ের আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসার সংখ্যা হচ্ছে ৬১টি। শিক্ষা অধিদপ্তরের সর্বশেষ সার্কুলার অনুযায়ী প্রতি ৭৫ হাজার মানুষের জন্য প্রতি ১০ বর্গমাইলে একটি কলেজ ও প্রতি ৫০ হাজার মানুষের জন্য প্রতি ৫ বর্গমাইলে একটি আলিম পর্যায়ের মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার নিয়ম রয়েছে।